কর্নেল অব: অলি আহমেদ

আখতারুজ্জামান চৌধুরী

সরওয়ার জামাল নিজাম

শাজাহান চৌধুরী

গাজী মোঃ শাজাহান জুয়েল

দক্ষিণ চট্টগ্রামের ৫ আসন

জামায়াতের অপকর্মে বিপদে বিএনপি

এ কে আজাদ, *চট্টগ্রাম থেকে*

দক্ষিণ চট্টগ্রামের ৫টি আসন বিএনপি তথা চারদলীয় জোটের শক্তিশালী ঘাঁটি হিসেবেই পরিচিত। কিন্তু আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এই ঘাঁটিতেই প্রতিপক্ষ আওয়ামী লীগের কাছে বড় ধরনের ধাক্কা খেতে পারে জোট। একদিকে বিভিন্ন বিষয়ে সরকারের ওপর জনগণ যেমন নাখোশ হয়ে আছে, অন্যদিকে গুরুত্বপূর্ণ সাতকানিয়া আসনে জামায়াত-বিএনপির মধ্যে প্রকাশ্য বিরোধ বেড়ে চলেছে।

জানা গেছে, কোটিপতি ব্যবসায়ী জামালউদ্দিন অপহরণ-হত্যাসহ সাতকানিয়ার দুই জনপ্রিয় চেয়ারম্যান আহামুদুল হক চৌধুরী ও ইঞ্জিনিয়ার আমিনের নৃশংস হত্যাকান্ড এবং তৃতীয় কর্ণফুলী সেতুর বাস্তবায়ন না হওয়ায় স্থানীয় জনসাধারণ সরকারের ওপর ভীষণ ক্ষুব্ধ। এরসঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাঁশখালীতে বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রীর ছোট ভাই কালীপুর ইউপির চেয়ারম্যান আমিনসহ ক্ষমতাসীনদলের লোকজনদের নানা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড। সব মিলিয়ে এই অঞ্চলের সব কটি আসনেই এবার চারদলীয় জোট সাংগঠনিকভাবে লেজে-গোবরে অবস্থায় রয়েছে।

চারদলীয় জোটের তুলনায় এবার দক্ষিণ চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক অবস্থা আগের চেয়ে বেশ ভালো। বিশেষ করে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নির্দেশে এখানকার স্থানীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে ব্যক্তিগত মতবিরোধ ও মনোমালিন্য অনেকটাই কমে গেছে।

চট্টগ্রাম-১১ (পটিয়া)

চট্টগ্রামের এককালের মহকুমা শহর পটিয়া। এখান থেকে এ পর্যন্ত টানা তিনবার এমপি নির্বাচিত হয়েছেন বিএনপির গাজী মোহাম্মদ শাহাজাহান জুয়েল। গত নির্বাচনে ৭৯ হাজার ৯১৪ ভোট পেয়ে তিনি এমপি নির্বাচিত হন। এলকায় ভাল সাংগঠনিক অবস্থানের পাশাপাশি তারেক রহমানসহ দলের হাইকমান্ডের সঙ্গে সুসম্পর্কের কারণে আগামী নির্বাচনেও তার মনোনয়ন একরকম নিশ্চিত। তাছাড়া এই আসনে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে আর কারো নাম এখনো আলোচনায় আসেনি। অন্যদিকে ২০০১ সালে আওয়ামী লীগের প্রার্থী মোছলেম উদ্দিন আহমেদ বিএনপির জুয়েলের কাছে দ্বিতীয়বারের মতো পরাজিত হন। তিনি পান ৬৮ হাজার ১৮৭ ভোট। স্থানীয় লোকজনের মতে, দলীয় কোন্দল এবং বহিরাগত প্রার্থী হওয়ার কারণেই তিনি পরাজিত হন। এলাকাবাসী জানান, বহিরাগত প্রার্থীকে মনোনয়ন দিলে আওয়ামী লীগের ভরাডুবির ধারাবাহিকতা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে। স্থানীয় কাউকে মনোনয়ন দিলে জিতে আসা সম্ভব বলে তারা মনে করেন। এই আশাবাদ নিয়ে এবার স্থানীয়দের মধ্যে মনোনয়ন চাইবেন জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক এম এ জাফর, মোতাহেরুল ইসলাম চৌধুরী, চট্টগ্রাম আবাহনী লিমিটিডের মহাসচিব ও রিচি গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক শামসুল হক চৌধুরী। এদের মধ্যে শামসুল হক চৌধুরী মনোনয়ন পাওয়ার টার্গেট নিয়ে মাঠে নেমেছেন দীর্ঘদিন ধরে। আওয়ামী লীগ অবশ্য পটিয়ায় প্রার্থী দেওয়ার ক্ষেত্রে চমক দেখাতে পারে। এ ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু পরিবারের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল আবদুল ওয়াদুদই হবেন সেই চমক। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ নেতা ও জেলা কমিটির সভাপতি আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবুর রয়েছে বিশাল সাংগঠনিক অবস্থান। জেলা রাজনীতির কর্ণধার হিসাবে এখানকার জনসাধারণের মাঝেও ব্যাপক জনপ্রিয়তা রয়েছে। এই আসনে তাকে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে পাওয়ার জন্য পটিয়ার আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের একটি বিশাল অংশ তার পক্ষে এলাকায় প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। আখতারুজ্জামান বাবুও আনোয়ারার পাশাপাশি পাটিয়াতে নিয়মিত মিছিল-মিটিং ও গণসংযোগ করছেন। পটিয়া থেকে নির্বাচিত বিএনপি গাজী মোহাম্মদ শাহাজান জুয়েল অবশ্য দাবি করেছেন যে পটিয়ার মানুষ তাকে ভালোবাসে বলেই এ এলাকা থেকে তিনি দুইবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি আরো বলেন, 'পটিয়াবাসীর এবং দলীয় স্বার্থবিরোধী এমন কোনো কর্মকান্ড করিনি যে কারণে দল আমাকে মনোনয়ন দেবে না।' একই আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী শামসুল হক চৌধুরী সাপ্তাহিক ২০০০ কে বলেন, 'পটিয়ায় আওয়ামী লীগের ব্যাপক জনসমর্থন ও

কর্মীবাহিনী রয়েছে। কিন্তু প্রতিবারই বহিরাগত প্রার্থী মনোনয়নের করণে এ আসনে আওয়ামী লীগ পরাজিত হচ্ছে। এখানকার জনগণ আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগের একজন স্থানীয় প্রার্থী দেখতে চায়। আগামী নির্বাচনে দল থেকে আমি মনোনয়ন পাব।'

চট্টগ্রাম-১২ (আনোয়ারা)

ধনাঢ্য ব্যবসায়ী জামালউদ্দীন অপহরণের কারণে আনোয়ারায় চারদলীয় জোট তথা বিএনপির রাজনীতির দৃশ্যপট পাল্টে গেছে। শূন্যের কোটায় নেমেছে বর্তমান সাংসদ সরওয়ার জামাল নিজামের দলীয় ও ব্যক্তিগত ইমেজ। তিনি ইতিপূর্বে তিনবার এমপি নির্বাচিত হন। সর্বশেষ নির্বাচনে জয়লাভ করেন ৭৬ হাজার ৪৭৩ ভোট পেয়ে। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগের আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবু পান ৭৫ হাজার ৭০০ ভোট। '৯৬ সালে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়াম সদস্য আতাউর রহমান খান কায়সারের মতো নেতাও তার কাছে হেরে যান। চারদলীয় জোট থেকে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে প্রবীণ বিএনপি নেতা অ্যাডভোকেট কবির চৌধুরীর নাম জোরালোভাবে আলোচনায় আসছে। অপহৃত ব্যবসায়ী জামালউদ্দিনের বড় ছেলে ফরমান রেজা চৌধুরী লিটনও দলের কাছে মনোনয়ন চাইবেন বলে ইতিমধ্যে ঘোষণা দিয়েছেন। তাদের পরিবারের অভিযোগ, জামালউদ্দিন বিএনপির মনোনয়ন-প্রত্যাশী ছিলেন বলে অপহরণের শিকার হয়ে এখনো নিখোঁজ। এই অপহরণ ঘটনায় এমপি নিজাম এবং তার ছোট ভাই মারুফ নিজাম জড়িত বলে অভিযোগ উঠেছে। ফলে সরওয়ার জামাল নিজাম বাদ যাচ্ছেন এবং অ্যাডভোকেট কবির চৌধুরী মনোনয়ন পাচ্ছেন বলে জোর গুঞ্জন চলছে। সারওয়ার জমাল নিজাম অবশ্য দাবি করেন যে তিনি জামালউদ্দিন অপহরণের সঙ্গে কোনোভাবেই জড়িত নই। 'আমার জনপ্রিয়তায় ইর্ষান্বিত হয়ে আওয়ামী লীগের এক প্রভাবশালী মহল জমালাউদ্দিনের পরিবারকে দিয়ে আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে।'

অন্যদিকে আওয়ামী লীগের আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবু আগামী নির্বাচনে জেতার টার্গেট নিয়ে এলাকায় সভা-সমাবেশ ও গণসংযোগ করে এলাকা চষে বেড়াচ্ছেন। আওয়ামী লীগ থেকে বাবুর মনোনয়ন নিশ্চিত। তবে তিনি যদি পটিয়া থেকে দলীয় মনোনায়ন পান, তাহলে তার বড় ছেলে চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ দলের মনোনয়ন চাইবেন বলে জানা যায়। এ ছাড়া আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়াম সদস্য আতাউর রহমান খান কায়সার মনোনয়ন চাইবেন। এলাকাবাসীর মতে, কায়সারের তুলনায় আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবু বা সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ শক্ত প্রার্থী। আনোয়ারায় তাদের মধ্যে যে কাউকে মনোনয়ন দিলে আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় সম্ভব হবে। আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবুর সঙ্গে জেলা আওয়ামী লীগ নেতা জাফর আহমেদ চৌধুরীর বিরোধ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বাবু সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'জাফর আহমেদের সঙ্গে কোনো মতবিরোধ বা গ্রুপিং নেই। কিছু সংবাদ পত্র বানোয়াট কথা লিখে থাকে। জাফরের সঙ্গে আমার গ্রুপিং হবে কেন? আমি চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আর জাফর আমার কমিটির সদস্য মাত্র।' বাবু আরো বলেন যে দক্ষিণ চট্টগ্রাম জাফরের রাজনৈতিক তৎপরতা নেই। তিনি অভিযোগ করেন যে জাফর আহমেদ জনবিচ্ছিন্ন ও দলছুট কিছু লোককে সঙ্গে নিয়ে আগামীতে আওয়ামী লীগের সম্ভাবনাময়ী বিজয়কে নস্যাৎ করার জন্য তারেক জিয়ার নির্দেশে বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ঘটাচ্ছে।

চট্টগ্রাম-১৩ (চন্দনাইশ)

চন্দনাইশ থেকে বেশ কয়েক বছর ধরেই একটানা এমপি নির্বাচিত হয়ে আসছেন সাবেক যোগাযোগমন্ত্রী ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. কর্নেল (অবঃ) অলি আহমদ বীর বিক্রম। এলাকার উন্নয়নের কারণে তিনি স্থানীয়দের কাছে খুবই জনপ্রিয়। চন্দনাইশবাসীর কাছে দলের চেয়ে ব্যক্তি অলি ইমেজই বড়। তারা ভোট দেওয়ার সময় দলের চেয়ে ব্যক্তি অলির অবদানকেই গুরুত্ব দেয়।

স্থানীয়রা এমনও বলেছেন, অলি আহমদ যতদিন চন্দনাইশ থেকে নির্বাচন করবেন ততদিনই নির্বাচিত হবেন। তার ব্যক্তি ইমেজের কাছেই প্রতিদ্বন্দ্বী হারবেন। আগামীতেও তিনি চারদলীয় জোট থেকে মনোনয়ন পাবেন। গত নির্বাচনে অলি আহমদ ৭০ হাজার ১৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগের ইঞ্জিনিয়ার আফসার উদ্দিন আহমেদ পান ৫৭ হাজার ৭০০ ভোট। স্থানীয় সূত্রগুলো বলছে, বিএনপি রাজনীতির শীর্ষ নেতা হওয়া সত্ত্বেও অবমূল্যায়নের শিকার অলি আহমদ আগামী নির্বাচনের আগে রাজনীতিতে বড় চমক দেখাবেন। জামায়াতের বিষফোঁড়া হিসেবে পরিচিত এই মুক্তিযোদ্ধা দল ত্যাগ করবেন বলেও গুঞ্জন রয়েছে। যদি বাস্তবে সেরকম কিছু ঘটে, তাহলে অলি আহমদ চন্দনাইশ ও সাতকানিয়া দুই আসন থেকেই বরাবরের মতো নির্বাচন করবেন। অন্যদিকে ২০০১ সালে আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন পাওয়া ইঞ্জিনিয়ার আফসারউদ্দিন আহমেদ বছরখানেক আগে আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করলেও হাইকমান্ডের সঙ্গে লবিং অব্যাহত রেখেছেন। শোনা যাচ্ছে, তিনিই আগামীতে মনোনয়ন পাবেন। তবে দলের আরেক নেতা নজরুল ইসলামও মনোনয়ন চাইবেন। অবশ্য কর্নেল (অবঃ) অলি আহমদ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটের কোন দলে যোগ দিলে মনোনয়নের এই ধারাও পাল্টে যাবে।

চট্টগ্রাম-১৪ (সাতকানিয়া-লোহাগাড়া)

চট্টগ্রামের প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় বিএনপি-আওয়ামী লীগের আধিপত্য থাকলেও সাতকানিয়া- লোহাগাড়ায় চলছে রাজনীতির ভিন্ন হাওয়া। এখানকার রাজনীতিতে জামায়াত প্রধান ফ্যাক্টর। বিএনপি-জামায়াত ২০০১ সালে জোটগতভাবে নির্বাচন করলেও সাতকানিয়া-লোহাগাড়ায় ছিল মুখোমুখি অবস্থানে। এ কারণে ২০০১ সালের নির্বাচন ছিল বেশ উপভোগ্য। গত নির্বাচনে বিএনপির কর্নেল (অবঃ) অলি আহমদের সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয় জামায়াতের শাহাজাহান চৌধুরীর। ১ লাখ ৬ হাজার ৭৮৯ ভোট পেয়ে এমপি নির্বাচিত হন জামায়াতের শাহাজাহান চৌধুরী। তার প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির অলি আহমদ পান ৬৪ হাজার ১৮৪ ভোট। তৃতীয় স্থানে থাকা আওয়ামী লীগ প্রার্থী জাফর আহমদ চৌধুরী পেয়েছিলেন ৪৮ হাজার ৯৩২ ভোট। দুই থানার সমন্বয়ে গঠিত আসনটির মোট ভোটার ছিল ২ লাখ ৯৬ হাজার ১৫ জন। চারদলীয় জোট ক্ষমতায় থাকলেও সাতকানিয়ায় চলছে জামায়াতের শাসন। ক্ষমতার শরিক হয়েও আওয়ামী লীগের মতো বিএনপিও এখানে বিরোধী দলে। জামায়াতের কাছে এখানে বিএনপি সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত। গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে পটিয়ায় অনুষ্ঠিত বিএনপির প্রতিনিধি সম্মেলনেও তৃণমূল নেতারা জামায়াত কর্তৃক নির্যাতিত হওয়ার বর্ণনা তুলে ধরেছেন দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমানের কাছে। তারা এও বলেছেন, হয় জামায়াতের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন, নয় এখানকার বিএনপির রাজনীতি নিষিদ্ধ করুন। শুধু তাই নয়, জামায়াত থেকে বিএনপিতে যোগদানের ৫৭ দিনের মাথায় র‍্যাবের ক্রসফায়ারে নিহত হয়েছে এওচিয়ার ইউপি চেয়ারম্যান আহমুদুল হক চৌধুরী (আহমইদ্যা) ও যুবনেতা মিনহাজ। এর কিছু দিন পর শিবির ক্যাডারদের হাতে প্রাণ হারান বিএনপিতে যোগদানকারী আরেক ইউপি চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার আমিনুল ইসলাম। এ ছাড়া হামলার শিকার হয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করেন বেশ কয়েকজন বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মী। এসব ঘটনায় সাতকানিয়ার তৃণমূল নেতা- কর্মীদের মাঝে ক্ষোভের শেষ নেই। এখানকার বর্তমান রাজনীতির দৃশ্যপট দেখেই বোঝা যাচ্ছে, আগামীতেও সাতকানিয়ায় জোটবদ্ধ নির্বাচন হবে না। বিএনপি ও জামায়াত পৃথক অবস্থানে থাকবে। জামায়াত থেকে আবারও পৃথকভাবে

নির্বাচন করবেন শাহজাহান চৌধুরী। শাহাজাহান চৌধুরীর সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করলে তিনি ফোনে কোনো কথা বলতে সম্মত হননি।

রাজনীতিতে নাটকীয়তা না হলে অলি আহমদ বিএনপি থেকে আবারও পৃথক নির্বাচন করবেন। এ ছাড়া বিএনপি থেকে মনোনয়ন পাওয়ার লক্ষ্যে এলাকায় সার্বক্ষণিক সভা-সমাবেশ করে যাচ্ছেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক জেলা বিএনপির রাজনীতির কর্ণধার অধ্যাপক শেখ মোহাম্মদ মহিউদ্দিন। স্থানীয় নেতা-কর্মীদের মাঝে তার ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা রয়েছে। সম্প্রতি সাতাকানিয়া পৌরসভা নির্বাচনে তার ক্যারিশমাটিক ভূমিকার কারণে বিএনপি মনোনীত পৌর চেয়ারম্যান প্রার্থী হাজি মাহমুদুর রহমান বিজয়ী হয়েছেন বলে স্থানীয় বিএনপির নেতাদের অভিমত। আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন পাওয়ার জন্য মাঠে নেমেছেন এক সময়ের তুখোড় ছাত্রনেতা আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় উপ-কমিটির সহসম্পাদক দলীয় সভানেত্রী শেখ হাসিনার আস্থাভাজন আমিনুল ইসলাম আমিন। এছাড়া আরোও মনোনয়ন প্রাত্যাশীদের মধ্যে রয়েছেন ছাত্রলীগের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মাঈনুদ্দিন হাসান চৌধুরী, বিশিষ্ট শিল্পপতি জাফর আহমদ চৌধুরী, জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ্ব এম. ইদ্রিস, বিশিষ্ট আইনজীবী অ্যাডভোকেট আ ক ম. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আওয়ামী লীগ নেতা বিশিষ্ট শিল্পপতি মোহাম্মদ আলী সিআইপি, জেলা আওয়ামী লীগ নেতা বনফুলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এমএ মোতালেব প্রমুখ। মাঈনুদ্দিন হাসান চৌধুরী সাপ্তাহিক ২০০০ কে বলেন, 'আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় থাকাকালীন আমি সাতকানিয়া লোহাগড়ায় বহু ব্রিজ, কালভার্ট, রাস্তা নির্মাণসহ উন্নয়ন কর্মকান্ড করেছি। সাতকানিয়া লোহাগাড়াবাসীর সুখে-দুঃখে পাশে ছিলাম। আগামী নির্বাচনে দল আমাকে মনোনয়ন দিলে এবং সাতকানিয়া লোহাগড়াবাসী সুযোগ দিলে ইনআল্লাহ সাতকানিয়া-লোহাগাড়াবাসীর ভাগ্যোন্নয়ন সবাত্মর্ক চেষ্টা চালাবো।'

জামায়াতের একটি বিরাট অংশ বিএনপিতে যোগ দেয়ায় জামায়াত দুর্গেও ফাটল ধরেছে। তদুপরি জামায়াত সাংসদ শাহাজাহান চৌধুরীর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উঠায় তৃণমূল পর্যায়েও তিনি ব্যাপকভাবে সমালোচিত। যদি চারদলীয় জোট থেকে আসনটি জামায়াতকে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে আওয়ামী লীগই লাভবান হবে। এ ক্ষেত্রে বিএনপির অধিকাংশ ভোট আওয়ামী লীগের প্রার্থীর পক্ষে পড়বে। কারণ এখানকার বিএনপি সমর্থকরা নানা কারণে ঘোর জামায়াতবিরোধী। তবে আওয়ামী লীগ থেকে প্রার্থী মনোনয়নে চমক দেখাতে হবে। স্থানীয় আওয়ামী লীগ কর্মী-সর্মথকরা এ আসনে রাজনৈতিক ক্যারিশমাটিক নবীন নেতাকে প্রার্থী হিসেবে দেখতে চায়, যিনি নির্বাচনে বিজয়ী হতে না পারলেও সাতকানিয়া-লোহাগাড়ায় আওয়ামী রাজনীতির হাল ছাড়বেন না। আওয়ামী লীগের আমিনুল ইসলাম আমিন সাতকানিয়া-লোহাগাড়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে মিছিল ও জনসভায় জামায়াত-শিবির কর্তৃক ইসলামের নামে ধোঁকাবাজির রাজনীতির দাঁত-ভাঙা জবাব দিচ্ছেন কোরআন-হাদিসভিত্তিক বয়ানের মাধ্যমে। লোহাগাড়ার বড়হাতিয়া ইউনিয়নের কাশেম নামের এক আওয়ামী লীগ কর্মী এ প্রতিবেদককে বলেন, 'এতদিন আমরা আমিন ভাইয়ের মতো একজন তরুণ নেতাকে খুঁজেছি, যিনি ধর্মের নামে জামায়াত-শিবিরের অপরাজনীতি সম্পর্কে কোরআন-হাদিসের আলোকে দাঁতভাঙা জবাব দিতে পারবেন।' আমিনুল ইসলাম সাপ্তাহিক ২০০০ কে বলেন, 'এখানকার সাংসদ জামায়াত নেতা শাহাজাহান চৌধুরী নানা কর্মকান্ডে সীমাহীন বিতর্কিত। এছাড়া সারা দেশে জামায়াত-বিএনপি ঐক্য থাকলেও এখানকার চিত্র ভিন্ন। সবকিছু মিলিয়ে আগামী নির্বাচনে এ আসনটি আওয়ামী লীগের সম্ভাবনাময়ীসাতকানিয়া লোহাগাড়ার আওয়ামী নেতা-কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করে এলাকার কাজ করে যাচ্ছি।'

চট্টগ্রাম-১৫ (বাঁশখালী)

উপকূলবেষ্টিত নির্বাচনী এলাকা বাঁশখালীতে পরপর তিনবার নির্বাচিত হন বর্তমান এমপি বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী জাফরুল ইসলাম চৌধুরী। ব্যক্তিগত ইমেজের কারণে তিনি এমপি নির্বাচিত হয়ে এলেও সাধনপুরে সংঘটিত সংখ্যালঘু পরিবারের ১১ জনকে পুড়িয়ে মারার ঘটনাসহ বেশ কিছু ঘটনায় তিনি সমালোচিত। গত নির্বাচনের পর তার এলাকায় সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনাও ঘটেছে। সরকারি দলের ছত্রছায়ায় সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনায় তার চাচাতো ভাই ইউপি চেয়ারম্যান আমিনুর রহমানের জড়িত থাকার অভিযোগও রয়েছে। প্রতিমন্ত্রীর আশীর্বাদপুষ্ট হওয়ায় আমিন এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা পার পেয়ে যায়। এখন পর্যন্ত যা অবস্থা তাতে বাঁশখালী থেকে আবারও চারদলীয় জোটের মনোনয়ন পাবেন প্রতিমন্ত্রী জাফরুল ইসলাম চৌধুরী। তিনি টেলিফোনে সাপ্তাহিক ২০০০-কে বলেন, 'আগামী নির্বাচনেও আমি দলীয় এবং বিজয়ের ব্যাপারে আশাবাদী।'

জোটের প্রার্থী প্রায় চূড়ান্ত হলেও আওয়ামী লীগ ভুগছে চরম সংকটে। তৃণমূল পর্যায়ে আওয়ামী লীগ চায়, কোন্দলজর্জরিত বাশখালী থেকে কাউকে মনোনয়ন না দিয়ে কেন্দ্রীয় নেতাদের কেউ এখান থেকে নির্বাচন করুক। স্থানীয়দের কেউ মনোনয়ন পেলে দলীয় কোন্দলের কারণে জিতে আসতে পারবেন না। গতবার আওয়ামী লীগের মানোনয়ন পেয়েও সাবেক এমপি সুলতানুল কবির চৌধুরী জিততে পারেননি। তার সঙ্গে রয়েছে উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক খোরশেদ আলমের গ্রুপিং। এছাড়া সুলতানুল কবির চৌধুরীর জমিদারি অহমিকা এবং চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গি বাজারের বাসাভিত্তিক রাজনীতি করায় আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী ও সাধারণ জনগণ তার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তার বিরুদ্ধে সাধারণ নেতা-কর্মীদের অভিযোগের শেষ নেই। তিনি গত নির্বাচনে নিজের ভোটকেন্দ্র ইজ্জতিয়ায় পেয়েছেন মাত্র ৫৬৬ ভোট। অথচ তার প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি প্রার্থী জাফরুল ইসলাম চৌধুরী পেয়েছেন ১৪৩৩ ভোট। মনোনয়ন প্রত্যাশীদের তালিকায় আরো রয়েছেন আওয়ামী লীগ নেতা ডা. আবু ইউছুপ চৌধুরী, শিল্পপতি ছৈয়দুল মোস্তাফা চৌধুরী রাজু, বাঁশখালী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক খোরশেদ আলম চৌধুরী, শিল্পপতি রেজাউল করিম চৌধুরী। তবে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় হাইকমান্ড এ আসনে শেষমেশ জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক চট্টগ্রাম সিটি মেয়র আলহাজ মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরীকে মনোনয়ন দিতে পারে। তিনি আওয়ামী লীগে যোগদান করলে বাঁশখালী আসনে আওয়ামী লীগের টিকেটে নির্বাচন করবেন বলে জোর আলোচনা চলছে। মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরীর আওয়ামী লীগে যোগদানের বিষয়টি কিছুদিন আগে চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে পাকাপোক্ত করেছেন বলে জানা যায়। মাহামুদুল ইসলাম চৌধুরী অবশ্য ২০০০কে বলেন, 'আমি আওয়ামী লীগে যোগদান করব এ কথা কাউকে বলিনি। যোগ দেওয়া না দেওয়া এসব আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। বাঁশাখালীতে নির্বাচন করবো কি করবো না এবং আওয়ামী লীগ যোগ দেব কি দেব না পরে দেখা যাবে।'

এ আসনে আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন প্রত্যাশী ছৈয়দুল মোস্তাফা চৌধুরী রাজ সাপ্তাহিক ২০০০ কে বলেন, 'আমি বাঁশখালী উপজেলা আওয়ামী নেতা-কর্মীদের দুঃসময়ে সব সময় পাশে ছিলাম। আমি গত দু'নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী সুলতানুল কবিরের প্রধান নির্বাচন সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করেছি। আমি গতবারও আওয়ামী লীগ হাইকমান্ড থেকে মনোনয়ন চেয়েছিলাম এবং এবার খুব জোরেশোরে মনোনয়ন চাইব।' এখানকার নির্বাচিত সাংসদ জাফরুল ইসলাম চৌধুরীর কর্মকান্ডের সমালোচনা করে বলেন যে, সাধনপুরে মন্ত্রীর আশীর্বাদপুষ্ট সন্ত্রাসী কর্তৃক সংখ্যালঘু নির্যাতনের ইতিহাসতো পুরো দেশবাসী জানে।